দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1987

পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 3

183

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে কিছু কথা

জীবনের মৌলিকতাই যদি রাজনীতি হয়ে থাকে তাহলে তাকে বিসর্জন দেই কোন ভরসায়। না, রাজনীতি ছিল, (আছে?)--রাজনীতি থাকবে। এই-ই শেষ কথা। তবে এর বর্তমান চেহারা ও মানসিকতায় আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। 'মৌলিকতা' এবং 'জীবন দর্শন'-এর মধ্যে খাড়া করতে হবে রাজনীতিকে। যাকগে, এ বিষয়ে বিস্তারিত ও ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন। আমি আপাততঃ সেদিকে যাচ্ছি না। (কারণ প্রসঙ্গ অপ্রসঙ্গের নিচে চাপা পড়ার সমূহ আশঙ্কা প্রায়)।

বলছিলাম "রাজনীতিবিহীন তেজগাঁও কলেজ"-এর কথা। (প্রসঙ্গ 'সংবাদ'-এর ১৭ই আশ্বিন সংখ্যা। উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ "বাংলাদেশের প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়") অর্থাৎ সেই বাস্তব "সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক দায়-দায়িত্বহীনতা এবং "অস্ত্র তৈরীর কারখানা ও সন্ত্রাস প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে" চিহ্নিত আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো। এর মূলে রয়েছে তথাকথিত রাজনীতির নগ্ন উন্মত্ততা। 'মানুষ' তৈরীর কারখানা আজ অস্ত্র তৈরীর কারখানা, পদে পদে লাঞ্ছিত, ব্যাহত হচ্ছে এর স্বাভাবিক কার্যক্রম--সেই নরপিশাচ নরপশুদের পৈশাচিকতায়। (তবে প্রাণে আশার সঞ্চার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বৃহৎ ছাত্রগোষ্ঠীর বর্তমান মনোবলের দৃঢ়তা দেখে। তা অটুট থাকবে এ বিশ্বাসটাই সঙ্গত)। এরই অনিবার্য পরিণতির কথা চিন্তা করে কর্তৃপক্ষ তেজগাঁও কলেজকে রাজনীতিমুক্ত রেখেছেন। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অতোটা সুখপ্রদ নয়। তবে রাজনীতিকে যদি নিষ্কলুষ ও "মানুষের" করে গড়ে তোলার শুভ উদ্বোধন হয়, তাহলে সাধুবাদ! স্মর্তব্য যে, শিক্ষার্থীকে রাজনীতিমুক্ত নয়, নগ্নতা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্ত করতে হবে। ন্যায়ের প্রশ্নে সাহসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, ধৈর্য্য, সহমর্মিতা, দেশপ্রেম, নৈতিকতাবোধ, সর্বোপরি চরিত্র গঠনের শিক্ষা এই তো ছাত্রদের অধ্যবসায় রাজনীতি, মানুষ হওয়ার জন্য মানুষেরই জন্য। এ থেকে বিকশিত হোক প্রস্ফুটিত রাজনীতি। এই যেন হয় তেজগাঁও কলেজ।

শিক্ষার্থীদেরকে 'প্রকৃত' শিক্ষায় বলিষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে তেজগাঁও কলেজ "বাংলাদেশের প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়"এ রূপান্তরিত হচ্ছে অচিরেই। অভিনন্দন এ উদ্যোগকে। তবে এর রূপরেখা থেকে কিছুটা বিতর্কের জন্ম হয়েছে।

প্রথমেই প্রশ্ন আসে এটা কি বর্তমানে গজিয়ে উঠা জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরিপন্থী বিলাসবহুল কিণ্ডার গার্টেন ধরনের কিছু? যাঁরা মোটা অংকের টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের বিদেশে লেখা-পড়া শিখাতে সমর্থ (তাদের চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠিত?) সেসব মন্ত্রী আমলাদের জন্যই কি এটা সুসংবাদ? স্বীকার করা হয়েছে--'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল"। তাহলে এটা 'আমাদের' কি কাজে আসতে পারে? প্রতি শ্রেণীতে ৫০ জনের অধিক ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করতে পারবে না। তা'ই কি এ ইঙ্গিত দেয় না--সমস্ত অর্থনীতি যাদের জন সুসংরক্ষিত এটাও তাদের জন্যই? "ইহা সম্পূর্ণ অনাবাসিক" অর্থাৎ যাদের তিলোত্তমা নগরীতে প্রাসাদোপম বাড়ী আর রাজকীয় গাড়ী আছে তাদের জন্যই সুযোগ্য সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠান?

বিশ্বাস হয় না আশা করি এ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে "আত্মনির্ভরশীল" করে গড়ে তুলবে। প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করবে। অকপটে স্বীকার করছি এই স্বল্প পরিসর ও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতায় ও এ মুহূর্তে একে আর ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা যায় না।

তাই হোক, আমার প্রশ্নগুলো ভ্রান্ত প্রমাণিত হোক। অভিনন্দন উদ্যোক্তা আর উদ্যোগকে।

সৈয়দ মনির আহমদ,
স্নাতক বাণিজ্য
মদন মোহন মহাবিদ্যালয়,
সিলেট।